দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 1997
পৃষ্ঠা 4 কলাম …৭…

অসন্তোষ চরম আকার নিয়েছে

পিটিআই ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদমর্যাদা নিয়ে দ্বন্দ্ব

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ দেশের ৫৪টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) প্রায় সাড়ে ছয় শ' প্রশিক্ষক এবং সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রায় আড়াই শ' শিক্ষকের পদমর্যাদার লড়াইয়ের কারণে প্রতিষ্ঠান সমূহে অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করেছে। বিগত সরকার আমলে প্রশিক্ষকদের পদটি প্রথম শ্রেণীর (ননক্যাডার) মর্যাদায় উন্নীত করার পর পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিজেদেরকে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তাঁদেরও প্রথম শ্রেণীভুক্ত করার দাবি জানান। ফলে দুই অংশের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিতে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সরকারী মহলে দেন-দরবার আন্দোলনে রূপ নেয়। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত হাই কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

এ ব্যাপারে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষক সমিতি মনে করে, পরীক্ষণ বিদ্যালয় পিটিআই-এর একটি অংশ বটে তবে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাজ হলো প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা করা। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানই তাঁদের কাজ। এ সব শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকগণের ছাত্রতুল্য। কারণ প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের মতো এঁদেরও সিইনএড প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তাঁদের চাকরির বিধি মোতাবেকই প্রশিক্ষক ইনস্টিটিউট-এর প্রশিক্ষকদের তুলনায় এক বা দুই ধাপ নিচে অবস্থান। চাকরির বিধি মোতাবেক প্রাইমারি শিক্ষকদের মতো এইচএসসি সিইনএড ডিগ্রীধারীদের বেতন স্কেল ১৩শ' টাকা বিএ সিইনএডদের ১৪শ' ৭৫ টাকা এবং বিএ বিএড-ধারীদের ২৩শ' টাকার স্কেল অথচ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদের কমপক্ষে বিএডসহ মাস্টার ডিগ্রী অথবা এমএডসহ স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। তাঁদের পূর্বতন বেতন স্কেল ছিল ২৩শ' টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদমর্যাদা। তাঁদের দায়িত্ব প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণ দান। প্রাথমিক শিক্ষকদের কমপক্ষে এসএসসি পাস হতেই হয়। এই সমিতির মতে, বর্তমানে তাঁরা এমএ পাস শিক্ষকদেরও সিইনএড কোর্স পড়িয়ে থাকেন। কাজেই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব কোন মতেই এক হতে পারে না।